ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

শুধুই কালো বলে তাকে কেউ ছবিতে নিতে চায়নি, আর সে এখন কয়েকশো কোটি টাকার মালিক

পৃঃ ৫

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শীর্ষে ফিরলেন বুমরাহ, ক্যারিয়ার সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে জয়সওয়াল

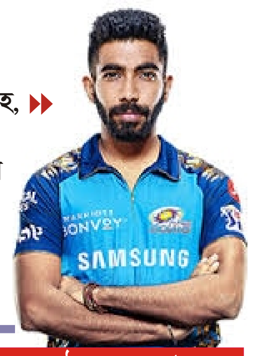

পৃঃ ৬

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩২৫ ● কলকাতা ● ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

দলের পূর্ণ রাশ নিজের হাতেই রাখার বার্তা আবার দিলেন নেত্রী মমতা

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি 'আমি' নয়, 'আমরা'য় বিশ্বাস করেন। বিশ্বাস করেন 'টিমওয়ার্কে'। সোমবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলে দিলেন, তৃণমূলে শেষ সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন! তিনি এবং বক্সীদা মিলে দল চালিয়ে নেবেন, নারায়ণকে তাঁর 'সীমা' সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া, দলে তাঁর নিজের পদাধিকার এবং কর্তৃত্ব (চেয়ারপার্সন) আরও এক বার ঘোষণা করে সকলকে সে সম্পর্কে অবহিত করে দেওয়া সোমবারের বৈঠকে মমতা যে সমস্ত 'বার্তা'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

দিয়েছেন, তৃণমূলের অন্দরে তার ফল সুদূরপ্রসারী। একই সঙ্গে, তৃণমূলের অন্দরে এই বিবিধ বার্তা সম্ভবত পরের অঙ্কেরও সূচক।উপনির্বাচনে জয়ী রাজ্যের ছয় তৃণমূল বিধায়ককে সোমবার বিধানসভায় শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।তার পরে বিধানসভার অন্দরে নৌসাদ আলি কক্ষে তাঁদের নিয়ে বৈঠক করেন মমতা। বৈঠকে ছিলেন তৃণমূলের অন্য বিধায়কেরাও।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই বৈঠকেই মমতা বিভিন্ন 'জল্পনা' এবং 'গুজবের' প্রতি ইঙ্গিত করে জানান, কে কী বলছে ভাবার দরকার নেই। যত দিন তিনি আছেন, তত দিন দলের বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন। অর্থাৎ, দলে ক্ষমতার দ্বিতীয় কোনও 'ভরকেন্দ্র' যে নেই, তা আরও এক বার দলের অন্দরে স্পষ্ট করে দিলেন মমতা।

মমতার সঙ্গে বিধায়কদের ওই বৈঠকে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার

এরপর ৩ পাতায়

প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘ শান্তি সেনা পাঠাক, আমরা শান্তি চাই বললেন মমতা

বেবি চক্রবর্ত্তী : কলকাতা

গত বৃহস্পতিবার বিধানসভায়, মুখ্যমন্ত্রী ওয়াকফ বিলের একাধিক ক্রটি তুলে ধরেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "এই বিলটির মাধ্যমে ২৬ নম্বর ধারায় প্রদত্ত ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ও ১৪ নম্বর ধারায় সাম্যের অধিকার লঙ্ঘিত করা হয়েছে। এই কারণে আমরা এই বিলটির কঠোর প্রতিবাদ করছি।এই বিল এইভাবে নিয়ে এসে রাজ্য বিধানসভাকেও অপমান করা হয়েছে।" মমতা স্পষ্ট করে বলে দেন, বাংলায় বুলডোজার নীতি চলবে না।সোমবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আজ ওয়াকফ রেজোলিউশন আছে। একটা সংবেদনশীল ব্যাপার আছে। ভারতের ইতিহাস বুঝতে হবে। দেশ ভাগের পরে বাংলাদেশ, পাকিস্তান আলাদা হয়েছে। বাংলাদেশে যা সব হচ্ছে। যদিও এটা কেন্দ্রের ব্যাপার। পররাষ্ট্র ব্যাপার। কিন্তু আমাদের ৭৯ জন মৎস্যজীবি

এরপর ৩ পাতায়

বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে করলেন তৃণমূল নেত্রী

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৬ সালের আগে ফের দলীয় শৃঙ্খলায় জোর দিলেন তৃণমূল নেত্রী। আরও বেশি জনসংযোগে জোর দিতে বললেন জন প্রতিনিধিদের। সরকারের উন্নয়নমূলক প্রকল্প থেকে যাতে কেউ না বাদ যায়, সেদিকে নজর দিতে বললেন। দলের বিধায়কদের উদ্দেশ্যে মমতা বলেন, "এমন কোনও মন্তব্য প্রকাশ্যে করবেন না, যাতে দলকে বিব্রত হতে হয়।একই সঙ্গে জনসংযোগ বাড়াতে তৃণমূল নেত্রী নির্দেশ দেন, নতুন বিধায়কদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রণাম করতে। বেশি কথা বলার দরকার নেই। বুঝে বিধায়করা প্রশ্ন করুন। মন্ত্রীরা যথাযথ উত্তর দিন। এমন কোনও শব্দ ব্যবহার করবেন না, যাতে দল বা সরকার বিব্রত হয়। তবে, বিধায়কদের দিকে নজর দিতে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হল। নতুন ওয়াটস্যাপে গ্রুপ তৈরি করতে হবে, কোন বিধায়ক কখন আসছে, কী করছে নজর রাখা হবে সেই গ্রুপের মাধ্যমে।

মমতা বিধায়কদের বলেন, "এখন থেকে ২০২৬ বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে নেমে পড়ুন। সকলের ঘরে ঘরে যান। নারায়ণ গোস্বামী নিজের এলাকায় থাকুন। সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী আপনার কথা ঠিক নয়, বেশ কিছু ব্লকে সমস্যা আছে আমি দেখে নেব। নতুন বিধায়কদের ৭ দিন থাকতে হবে। কাজ শিখুক তাঁরা।"

এরপরই মমতার সংযোজন, "জেলা স্তরে ছাত্র-যুব সংগঠনের বিষয় আমি দেখে

এরপর ৩ পাতায়

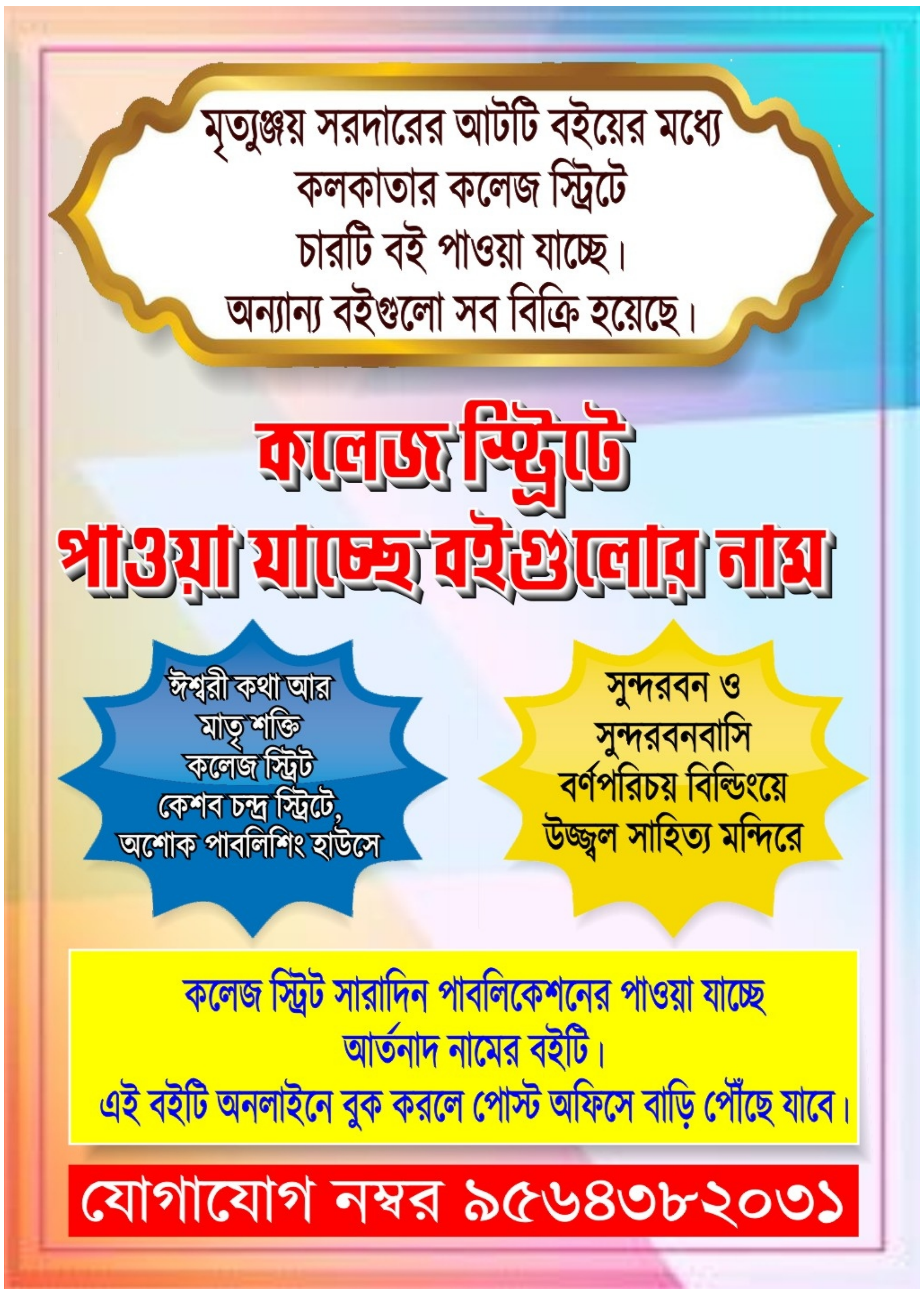

কড়া পুলিশি নিরাপত্তায়

পঞ্চায়েত সমিতিতে আরাবুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বারুইপুর: ১০ মাস পর পুলিশি নিরাপত্তায় পঞ্চায়েত সমিতির অফিসে ফিরলেন আরাবুল ইসলাম। তাঁকে দেখে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন সমর্থকরা। তাঁকে স্বাগত জানাতে রীতিমতো পুষ্পবৃষ্টি হয়। আরাবুলের অনুপস্থিতিতে শওকত মোল্লার প্রভাব বেড়েছিল এলাকায়। আরাবুল ফিরতেই নতুন করে অশান্ত হয়ে উঠবে না তো ভাঙড়?এরই মধ্যে একটানা পাঁচ মাস জেলবন্দি থাকার পর গত ২ জুলাই শর্তসাপেক্ষে জামিন পান আরাবুল। বিজয়গঞ্জ বাজার থানা এলাকায় ঢোকার ক্ষেত্রে জারি হয় নিষেধাজ্ঞা। ঘটনা হল, ওই থানার অধীনেই ভাঙড় ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি। ফলে আরাবুল বাড়ি ফিরলেও দপ্তরে ফিরতে পারেননি পাঁচ মাস। সবমিলিয়ে টানা দশ মাস পর পঞ্চায়েত সমিতির দপ্তরে আরাবুল। ভাঙড়ের রাজনৈতিক আঙিনায় গুঞ্জন, পঞ্চায়েত সমিতিতে নিজের আধিপত্য স্থাপনে মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছে আরাবুল। অপরদিকে আরাবুল বিরোধী শওকত মোল্লা ঘনিষ্ঠ খাইরুল ইসলামরা কোনওমতেই আরাবুলকে ঘর দিতে চাইছে না বলে খবর। ফলে ঝামেলা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিরাপত্তায় মোতায়েন রয়েছে পুলিশ।পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে গতবছর উত্তাল হয়ে উঠেছিল ভাঙড়। ২০২৩ সালের জুন মাসে বিজয়গঞ্জ বাজারে খুন হয়েছিলেন আইএসএফ কর্মী মহিউদ্দিন মোল্লা। নাম জড়িয়েছিল আরাবুল ইসলামের। চলতি বছরের ৮ ফেব্রুয়ারি আরাবুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে ভাঙড় ডিভিশনের বিজয়গঞ্জ বাজার থানার পুলিশ। এদিকে আরাবুল জেলে থাকায় লোকসভা ভোটের আগেই তাঁকে ভাঙড় ২ ব্লকের তৃণমূলের কনভেনার পদ থেকে সরিয়ে দেয় দল।

এরপর ৪ পাতায়

সংখ্যালঘুদের টানতে 'তৃণমূলের তুরুপের তাস'

হয়ে উঠেছেন বিধায়ক মোশরফ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা : বাংলার রাজনীতিতে বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতার চোখ সব সময় তুরুপের তাসের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাংলার পরিস্থিতি এবং এখানে সংখ্যালঘুদের সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রামীণ এলাকার একজন মুখের ওপর আস্থা রেখেছেন। গত বছর, সিএম মমতা উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার বিধানসভার বিধায়ক, তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোসরফ হুসেনকে করে সংখ্যালঘুদের উপর তার দখল পরীক্ষা করেছিলেন এবং এখন সেই পদের সাথে, তিনি তাকে তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্রও করেছেন। ৩০ নভেম্বর ধর্মতলা সংলগ্ন রানি রাসমণি রোডে মোশারফ হোসেনের নেতৃত্বে ওয়াকফ বোর্ড সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুরা যেভাবে তাদের শক্তি দেখিয়েছিল। তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে রাজ্যের রাজনীতিতে। উক্ত সমাবেশে হাজার হাজার মাওলানা, বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যমকর্মী এবং সমাজের সর্বস্তরের লাখ লাখ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। ওয়াকফ বোর্ড সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে উপরোক্ত প্রচারণার পর থেকে মোশরফ হোসেন সংখ্যালঘুদের কণ্ঠস্বর হয়ে তুরুপের তাস প্রমাণ করছেন। রাজ্য তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র মোসরফ হুসেন বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে বাংলার প্রতিটি শ্রেণী, বর্ণ এবং সমাজকে নিয়ে চলেছেন তা নিজেই একটি উদাহরণ। তিনিই একমাত্র নেত্রী যিনি একা হাতে কেন্দ্রের মোদী সরকারের ভুল নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং তিনি ভবিষ্যতে দেশকে নেতৃত্ব দেবেন। উপরোক্ত বিষয়ে কথা বলার সময়, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের সহ-সভাপতি মুস্তাফিজ হাশমি বলেন, যার তুরুপের তাস আছে সে জিতবে। মোশারফ হোসেন একজন সৎ ও কর্মঠ নেতা এবং তিনি যে একজন তুরুপের তাস তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

শিল্পের সমাধানে এম,এস,এম-ই ক্যাম্পের উদ্বোধন

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
হরিপাল, হুগলি

কৃষির উন্নয়নের সাথে সাথে শিল্পের বিকাশ ঘটাতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তৎপর। ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় শিল্পের সমাধানে এম এস এম ই শিল্পে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে একগুচ্ছ উদ্যোক্তা পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে ব্লক, মিউনিসিপ্যালিটি ও কর্পোরেশনে ছয় দিনের একটি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজ হরিপাল ব্লকে এই রূপ একটি ক্যাম্পের উদ্বোধন করলেন হরিপালের বিডিও পারমিতা ঘোষ। ওই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। জানা গেছে এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী দপ্তর গুলি হল এম এস এম ই ও টেক্সটাইল, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন, কৃষি কারিগরি শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা সহ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী জানান দুয়ারে সরকারের অনুকরণে ক্ষুদ্র শিল্পের সমস্যা ও ঋণ সংক্রান্ত বিষয় ও ক্রেডিট কার্ড ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ যাতে ওয়াকিবহাল হতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে উপভোক্তারা এখানে এসে তাদের নাম নথিভুক্ত করতে পারেন তার ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। তিনি প্রত্যেকটি আগ্রহী মানুষকে নিজ নিজ আধার ভোটার পাস বইয়ের জেরক্স নিয়ে এখানে রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

বিদ্যা নগরে জেলা গ্রন্থাগার সভাগৃহে

সাহিত্য সভা ও পত্রিকা প্রকাশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

আগামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি পরিষদের উদ্যোগে রবিবার বিদ্যানগরে অবস্থিত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার সভাগৃহে দুটি সাহিত্য পত্রিকার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ, কবিতা পাঠ ও সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন অধ্যাপক প্রদ্যোৎ মণ্ডল। জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রায় একশ' কবি সাহিত্যিক এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। স্বাগত ভাষণ দেন আগামী সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক নিশিকান্ত সামন্ত। এদিন বিষ্ণুপুর থানার দেউল বেড়িয়া থেকে প্রকাশিত "আগামী সাহিত্য" এবং ডায়মণ্ড হারবার থেকে প্রকাশিত "আলোর মিছিল" এই দুটি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যার মোড়ক উম্মোচন করা হয়। উন্মোচন করেন জেলার বর্ষীয়াণ সাহিত্যিক সুকুমার আচার্য ও জেলা গ্রন্থাগারিক মধুসূদন চৌধুরী। সঙ্গে ছিলেন ডাঃ তরুণ রায়, ডঃ বলাই চাঁদ হালদার, অধ্যাপক প্রদ্যোৎ মণ্ডল এবং দুই পত্রিকার সম্পাদক নিশিকান্ত সামন্ত ও

এরপর ৩ পাতায়

নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায়

শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন অয়ন শীল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

হুগলী : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার জামিন পেলেন অয়ন শীল। তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ।১০ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে তাঁর জামিন মঞ্জুর হয়েছে। এর পাশাপাশি একাধিক শর্ত মানতে হবে অয়ন শীলকে।গত বছরের মার্চ মাসে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন অয়ন শীল। এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ তিনি। গ্রেফতারির আগে অয়নের বাড়ি, ফ্ল্যাট এবং অফিসে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে দুর্নীতি সংক্রান্ত একাধিক নথিও উদ্ধার করেছিল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। তার মধ্যে ছিল অনেক ওএমআর শিটের জেরক্স কপিও। সেই ইডির মামলায় সোমবার জামিন পেলেন তিনি।

কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ, অয়ন শীলকে পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। একই সঙ্গে তিনি মোবাইল নম্বর বদলাতে পারবেন না। তদন্তেও পূর্ণ সহযোগিতা তাঁকে করতে হবে। এদিকে জামিন মিললেও এখনই জেলমুক্তি ঘটছে না অয়নের। কারণ পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়ার পাশাপাশি তাঁকে প্রাথমিক নিয়োগ মামলাতে গ্রেফতার করেছিল সিবিআই। তাই জামিন পেয়ে গেলেও জেলেই থাকতে হবে হুগলির এই ব্যবসায়ী-প্রোমোটারকে।শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়, কুন্তল ঘোষের সঙ্গে দুর্নীতির ইস্যুতে এই অয়ন শীলের যোগসূত্র খুবই দৃঢ় বলেই দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। যদিও বর্তমানে এই সকলেই জামিন পেয়েছেন। এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত মানিক ভট্টাচার্য, অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ও জামিন পেয়েছেন। শুধু জামিন মিলছে না পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের।

চাকরিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে

দুর্ঘটনায় মৃত্যু আইপিএস অফিসারের!

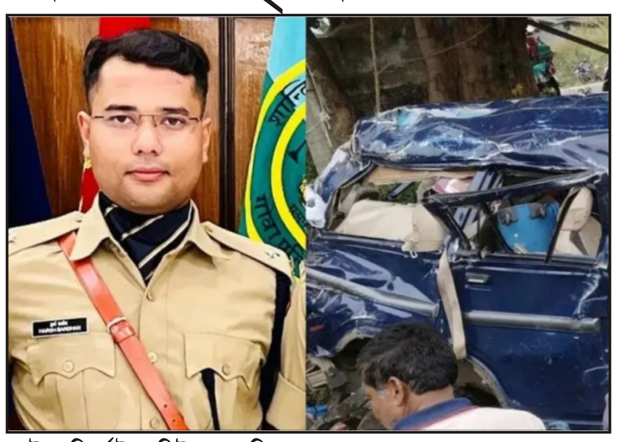

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

প্রশিক্ষণ চলেছে দীর্ঘ সময় ধরে। কিন্তু চাকরি করা হল না। চাকরিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথেই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তরুণ আইপিএস অফিসারের। কর্নাটকে পুলিশের গাড়িতে দুর্ঘটনার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। দফতরে যাওয়ার পথে ওই আধিকারিকের গাড়ির চাকা ফেটে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাছে ধাক্কা মারেন চালক।দুর্ঘটনায় ওই গাড়ির চালকেরও চোট লেগেছিল। কিন্তু তাঁর চোট তেমন গুরুতর নয়। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া বলেন, ''দীর্ঘ বছরের পরিশ্রমের পর যুবক সাফল্য পেয়েছিলেন। এত দিন পর তাঁর স্বপ্নপূরণ হয়েছিল। এটা হওয়া উচিত ছিল না। এই মৃত্যু অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। ওঁর পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা রইল।''তরুণ আইপিএসের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

২৬ বছরের হর্ষ বর্ধন মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা। ২০২৩

এরপর ৪ পাতায়

মমতা ব্যানার্জীর বক্তব্য

খুব সুষ্ঠু পদক্ষেপ না: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাংলাদেশের পরিস্থিতি কেন্দ্র করে শান্তিরক্ষী পাঠানো নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যে মন্তব্য করেছেন তা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে 'তার অবস্থানের জন্য সহায়ক হবে না' বলে মত প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।

মমতা ব্যানার্জীর বক্তব্য নিয়ে সাংবাদিকরা পররাষ্ট্র উপদেষ্টার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মমতা ব্যানার্জীর বক্তব্যকে আমরা মমতা ব্যানার্জী ধরনের মন্তব্য হিসাবেই দেখতে চাই, কারণ উনি এই বক্তব্য কেন দিলেন, এটা আমি বুঝতে পারছি না। কলকাতায় আমি দীর্ঘদিন ছিলাম, তার সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, এটা তার জন্য খুব সুষ্ঠু পদক্ষেপ না, রাজনৈতিকভাবে। রাজনৈতিক বিতর্ক সবসময় রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা উচিত। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তার অবস্থানের জন্য সহায়ক হবে না। এটা অবশ্য আমার মত।'

ভারতের সঙ্গে আগামী দিনগুলোতে সম্পর্ক তাহলে কেমন হতে যাচ্ছে, এই প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, পাঁচ তারিখের পর থেকে আগের সম্পর্ক আর পরের সম্পর্ক এক না। সম্পর্কে যে সমস্যা আছে, সেটা আমরা স্বীকার করি। একটা সমস্যা স্বীকার করলে সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা যায়। আমরা ভারতের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক ভালো সুসম্পর্ক চাই, পরস্পরের স্বার্থ ঠিক রেখে।

তিনি বলেন, আসলে পাঁচ তারিখের আগের আর পরের সরকারের সঙ্গে কিছু তফাৎ আছে। সেটার সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে কেউ কিছু সময় নিতে পারে। কিন্তু বাস্তবতাকে মেনে নিতে হবে, বাস্তবতা মেনে নিয়েই সম্পর্ক এগিয়ে নিতে হবে।

সোমবার (২ ডিসেম্বর) বিকেলে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি বিদেশি কূটনীতিকদের কাছে তুলে ধরেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এসব মন্তব্য করেন।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, "বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িকভাবে খারাপ অবস্থার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে - এমন একটি ধারণা প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে রয়েছে। সেই প্রচেষ্টা যেন সফল না হয় সে প্রচেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি

এরপর ৪ পাতায়

সংঘাত: মণিপুরে এখনও চালু হয়নি ইন্টারনেট সেবা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ভারতের মণিপুর সরকার জানিয়ে দিয়েছে, এখনই রাজ্যটিতে চালু হচ্ছে না মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। এর আগে সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছিল, রবিবার থেকেই ইন্টারনেট পরিষেবা স্বাভাবিক হতে চলেছে। কিন্তু ওই নির্দেশ প্রত্যাহার করে রবিবার নয়া নির্দেশিকা জারি করেছে সরকার। তাতেই বলা হয়েছে, আপাতত আগামী বুধবারের আগে চালু হচ্ছে না ইন্টারনেট। রাজ্যের নয়টি জেলায় বৃদ্ধি করা হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ।

রাজ্য সরকারের নির্দেশিকাতে বলা হয়েছে, মণিপুরের নয়টি জেলায় মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখার মেয়াদ আরও দু'দিনের জন্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বজায় রাখতে ইম্ফল পূর্ব, ইম্ফল পশ্চিম, কাকচিং, বিষ্ণুপুর, থৌবল, চূড়াচাঁদপুর, জিরিবাম, ফেরজ[illegible]ওল এবং কাংপোকপি জেলায় আগামী ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত বন্ধ রাখা হবে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা। গত ১৬ নভেম্বর থেকেই মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ রয়েছে ওই জেলাগুলিতে।

গত মে মাস থেকে মেইতেই এবং কুকি-জো সম্প্রদায়ের সংঘাত ঘিরে উত্তপ্ত হয় মণিপুর। এ পর্যন্ত ২৫০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। গৃহহীন হয়েছেন আরও বহু মানুষ। চলতি মাসে মণিপুরের জিরিবামে কুকি জঙ্গি এবং সিআরপিএফ জওয়ানদের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়। অভিযোগ, সেই সময় একদল কুকি জঙ্গি মেইতেই সম্প্রদায়ের তিন নারী এবং তিন শিশুকে অপহরণ করে। দিন কয়েক পরে অপহৃত ছয় জনের দেহ নদীতে ভেসে আসে। জিরিবামের এই ঘটনার পর থেকেই নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় মণিপুরে। বিচার চেয়ে এবং অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে ইম্ফলের রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু হয়। রাজ্যের পাঁচ জেলায় জারি করা হয় কার্ফু। ইন্টারনেট পরিষেবার উপরেও নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। তার মাঝেই আবার গত ১৬ নভেম্বর রাজ্যের বেশ কয়েক জন বিধায়কের বাড়িতে হামলা চালায় উত্তেজিত জনতা। হামলার চেষ্টা হয় মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহের পৈতৃক ভিটেতেও। এর পর গত ১৯ নভেম্বর পরিস্থিতি সামান্য নিয়ন্ত্রণে আসায় মণিপুরের পাঁচ জেলায় কারফিউ আংশিক শিথিল করা হয়। চালু করা হয় ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পরিষেবা। কিন্তু মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা আপাতত বন্ধই রয়েছে।

১-ম পাতার পর

প্রয়োজনে রাষ্ট্রসংঘ শান্তি সেনা পাঠাক, আমরা শান্তি চাই বললেন মমতা

বাংলাদেশের জেলে আটকে। আমরা ট্র্যাক করেছি। আমরা আইনজীবী দিয়েছি। আমরা কেন্দ্রকে বলেছি। কিন্তু আজও তাদের মুক্তি দেয়নি। এখানে বাংলাদেশের ট্রলার ডুবে গিয়েছিল। আমরা তাদের উদ্ধার করে দেশে পাঠিয়েছি। আমাদের অনেক বন্ধুর আত্মীয়, স্বজন সেখানে আছে। সীমান্ত বিএসএফ পাহারা দেয়। গত ১০ দিন ধরে দেখছি, কেন্দ্রীয় সরকার চুপ করে আছে। তার দল রোজ মিছিল করছি। বলছে সীমান্ত আটকে দেব।

যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে এক বছরে

৪৩ হাজারের বেশি ভারতীয় আটক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ব্যাপক হারে অবৈধ অভিবাসন বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা সীমান্তে। কানাডা থেকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টাকালে এক বছরে ৪৩ হাজারের বেশি ভারতীয়কে আটক করা হয়েছে। সোমবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কানাডা এবং মার্কিন সীমান্তে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতীয় নাগরিকদের অবৈধ অভিবাসন বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর সরকারের মধ্যে এটি একটি প্রধান দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক ও সীমান্ত নিরাপত্তা বিভাগের উত্তরাঞ্চলীয় সীমান্তের তথ্যানুসারে, গত এক বছরে গড়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ২২ শতাংশ বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস এবং বর্ডার প্রটেকশন বিভাগের তথ্যানুসারে, ২০২২ সালের অর্থবছরে মোট এক লাখ ৯ হাজার ৫৩৫ জন সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্যে ১৬ শতাংশ ছিলেন ভারতীয়। ২০২৩ সালেও এ হার অপরিবর্তিত ছিল। এ বছর দেশটিতে এক লাখ ৮৯ হাজার ৪০২ জন অবৈধভাবে

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

বিধানসভায় পরিষদীয় দলের বৈঠকে করলেন তৃণমূল নেত্রী

নেব। কয়েকজন মন্ত্রী,বিধায়ক বেফাঁস মন্তব্য করছেন। বিরত থাকুন। সর্বদলীয় একটা চিঠি দিন। যদি দিল্লি যেতে বিরোধীরা না চায়, তাহলে আপনারাই যান দিল্লি।,মানস ভুঁইয়াকে নির্দেশ। প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে বিধায়কদের। এমন প্রশ্ন করবেন না, সরকার যাতে বিড়ম্বনায় না পড়ে। মন্ত্রীদের নানা বিষয় নিয়ে আরও পড়াশুনো করতে হবে।

১-ম পাতার পর

দলের পূর্ণ রাশ নিজের হাতেই রাখার বার্তা আবার দিলেন নেত্রী মমতা

সাংসদ সুব্রত বক্সী, যে প্রবীণ নেতার সঙ্গে অভিষেকের সম্পর্ক খুব 'মসৃণ' নয় বলে দলের অন্দরে সকলেই জানেন। তবে বক্সী মমতার 'আস্থাভাজন'। সূত্রের খবর, মমতা বিধায়কদের বৈঠকে বলেছেন, তিনি এবং বক্সী মিলে দল চালিয়ে নিতে পারবেন। মমতার এই নির্ঘোষ অবশ্য একটি ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহের অঙ্গ, যা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তৃণমূলের অন্দরে চলছে। প্রথমে জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকে মমতার দলের 'নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব' হাতে নেওয়া, জাতীয় কর্মসমিতিতে 'প্রবীণ' নেতাদের অন্তর্ভুক্তি (যে পাঁচ জনকে নেওয়া হয়েছিল, তাঁরা মমতার 'আস্থাভাজন এবং অনুগত' তো বটেই, প্রত্যেকেই অভিষেক-বর্ণিত বয়ঃসীমা পেরিয়ে গিয়েছেন), অভিষেক 'দিল্লির মুখপাত্র' কি না, তা নিয়ে দলের অন্দরে টানাপড়েন, বুধবার দিল্লিতে সংসদীয় বৈঠকে সংসদের অন্দরে তৃণমূলের অবস্থান নিয়ে অভিষেকের নির্দেশ এবং অতঃপর বৃহস্পতিবার মমতার বক্তব্য, সংসদীয় দলের অবস্থান কোনও 'ব্যক্তিবিশেষ' ঠিক করবেন না, ঠিক করবে সংসদীয় দল (সেই দলের সদস্যদের নামও স্থির করে দেন মমতাই)। সেই দল সিদ্ধান্ত নেবে। তার পরে তারা মমতার পরামর্শ নেবে। কারণ, মমতা বলেছিলেন, "আমিই সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন!"মমতার ওই বক্তব্য নিয়ে শাসক শিবিরের অন্দরে আলোচনা চলছিলই। তার রেশ কাটতে না কাটতেই গত শনিবার প্রকাশ্যে কিছু কথা বলেন অভিষেক, যা 'তাৎপর্যপূর্ণ'।

শনিবার নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে চিকিৎসকদের নিয়ে একটি সম্মেলন করেছিলেন অভিষেক। তার মূল উদ্দেশ্য ছিল আরজি কর-কাণ্ডের পরে চিকিৎসকদের সঙ্গে 'সেতুবন্ধন'। সেই ভিন্ন প্রেক্ষিতেই অভিষেক তোলেন 'আমি নয়, আমরা' এবং 'টিমওয়ার্কের' প্রসঙ্গ। পাশাপাশিই বলেন, "জীবনে চ্যালেঞ্জ আসা ভাল। আমি স্থায়িত্বকে পছন্দ করি না। যদি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হন, তা হলে জীবনের মূল্য কী! সব কিছু যদি হাতের নাগালে চলে আসে, তা হলে উদ্দীপনা থাকে না।" পাশাপাশিই তিনি বলেন, 'আবেগপ্রবণ হয়ে অনেক কথা বলে ফেললাম। আমি যা মনে করি সেটাই বলি। অনেকে আমায় বলেন, আমি ডিপ্লোম্যাটিক (কূটনীতিক) হয়ে কথাবার্তা বলতে পারি না। হয়তো তা-ই। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, কাজ করে দেখাতে হবে।" অভিষেক কেন ওই বক্তব্য জানালেন, তা নিয়ে আলোচনা ছিলই। তার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বিধানসভায় মমতার বৈঠক এবং সেই বৈঠকে তিনি আরও এক বার ঘোষণা করেছেন, তিনি তৃণমূলের 'চেয়ারপার্সন'। শেষ সিদ্ধান্ত তিনিই নেবেন।

বৈঠকে দলের ছাত্র এবং যুব সংগঠনেও রদবদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন মমতা। তিনিই যে তৃণমূলের 'চেয়ারপার্সন', সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মমতা জানান, যত দ্রুত সম্ভব তিনি তৃণমূলের ছাত্র-যুব সংগঠনকে নতুন করে সাজাবেন। ওই বৈঠকেই দলের বিধায়কদের বেশ কিছু নির্দেশ দেন তিনি। নির্দেশ দেন ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি এখন থেকেই শুরু করে দিতে। বিধায়কদের বলেন, বিধানসভা ভোটের আগাম প্রস্তুতি হিসাবে তাঁরা যেন তাঁদের এলাকার প্রতিটি বাড়িতে যান। পাশাপাশি, সদ্যনির্বাচিত বিধায়কেরাও যেন ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানান। সংখ্যালঘু এবং তফসিলি ভোটারদের গুরুত্ব দেওয়ারও নির্দেশ দেন তৃণমূলের সর্বময় নেত্রী।

ওই বৈঠকে বিধায়কদের 'শৃঙ্খলাপরায়ণ' হওয়ার কথাও বলেন মমতা। হুঁশিয়ারির সুরে জানিয়ে দেন, পর পর তিন দিন বিধানসভায় সময়মতো না-এলে চতুর্থ দিনে সেই বিধায়ককে 'শো কজ' করা হবে। প্রকাশ্যে অভিষেককে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং পুলিশমন্ত্রী করতে বলে বিধায়ক হুমায়ুন কবীর ইতিমধ্যেই দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে পড়েছেন। তাঁকে শো কজও করা হয়েছে। তিনি দুঃখপ্রকাশ করে তার জবাবও দিয়েছেন। সেই আবহেই বিধায়কদের আরও এক বার শৃঙ্খলার পাঠ দিয়ে মমতা বলেছেন, দলের বাইরে কিছু বলার দরকার নেই। বিধায়কদের বৈঠকে অন্য যে বিষয়টি দলের অভ্যন্তরে নজর কেড়েছে, তা হল অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীকে দলনেত্রী মমতার নিজের 'সীমানা' চিনিয়ে দেওয়া। নারায়ণকে তিনি নিজের বিধানসভা এলাকার মধ্যে থেকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। দলের অন্দরে নারায়ণ 'অভিষেক-ঘনিষ্ঠ' হিসাবে পরিচিত। শুধু তা-ই নয়, গত ১২ নভেম্বর ওই বিধায়ক প্রকাশ্য সভায় বলেছিলেন, "রাজনীতি চিরকাল এক জায়গায় থাকে না। আজ যে রাজাধিরাজ, কাল সে ভিক্ষা চায়। তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। (স্বরূপনগরের এক নেতার উল্লেখ করে) আপনি হতে পারেন অনেক বড় জায়গায়। মাসখানেক কিন্তু। আর এক মাস। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নিয়েছে। বহু হনুমান-জাম্বুবানের ল্যাজ কাটা যাবে। এই ল্যাজকাটা বাঁদরের দল দেখবেন ঘুরবে।" তৃণমূলের অন্দরে খবর ছিল, নারায়ণের ওই বক্তব্য 'সুনজরে' দেখেননি মমতা। যে নারায়ণ ল্যাজ কাটার কথা বলেছিলেন, সোমবারের বৈঠকে তাঁরই ডানা ছাঁটার কথা বলেছেন স্বয়ং মমতা।

২ পাতার পর

বিদ্যা নগরে জেলা গ্রন্থাগার সভাগৃহে সাহিত্য সভা ও পত্রিকা প্রকাশ

সুব্রত মণ্ডল। আকার আয়তনে ছোট হলেও দুটি পত্রিকায় কবিতা, গল্পের পাশাপাশি আঞ্চলিক ইতিহাস সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রবন্ধ নিবন্ধ স্থান পেয়েছে। যা ভবিষ্যতে গবেষকদের কাজে লাগবে বলে সাহিত্যিক সুকুমার আচার্য আশা প্রকাশ করেন।

কবিতা ও অণু গল্প পাঠে অংশগ্রহণ করেন প্রণব কুমার পাল, সুব্রত সুন্দর জানা, অর্ঘ্য চন্দন চট্টোপাধ্যায়, অমলেন্দু বিকাশ দাস, চিত্তরঞ্জন দাস, রবীন্দ্রনাথ মণ্ডল, দত্তা রায়, মনোরমা পোল্লে, শিশির পাইক, নীলরতন মণ্ডল, শ্রাবণী দাস, সুব্রত মণ্ডল, অভিনন্দন মাইতি, রতন নস্কর, ভীম চন্দ্র ঘোষ, চন্দন মাইতি, রমা প্রসাদ মণ্ডল প্রমুখ আরো অনেকে। খেলাধুলার ইতিহাস বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক শুভ্রাংশু রায়, সাহিত্য ও আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপক ডঃ বলাই চাঁদ হালদার, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক তপনকান্তি মণ্ডল, পুলক মোহন বেরা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন অনিন্দিতা মিদ্দে। পত্রিকার মুদ্রক অনুপ মণ্ডলকে মঞ্চে সম্মান জানিয়ে আয়োজক সংস্থা বিশেষ কর্তব্য পালন করে। লেখক সঞ্জয় গায়েনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠান ছিল সাবলীল।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩২৫ সংখ্যা ০৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার ১৭ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

মমতা ব্যানার্জীর বক্তব্য খুব সুষ্ঠু পদক্ষেপ না: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বলে কূটনীতিকদের জানিয়েছি।"

'প্রধানত ভারতের মিডিয়া' এই ধরনের ধারণা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে এবং আরো কিছু দেশের মিডিয়া ভারতের মিডিয়ার বক্তব্যের ওপর ভিত্তি করে একই ধরনের খবর প্রকাশ করছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে কোন পরিস্থিতিতে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ও তার জামিন নামঞ্জুর করা হয়েছে, সেই বিষয়টিও কূটনীতিকদের বিস্তারিত জানিয়েছেন বলে জানান তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেন, আমার মনে হয়, আমাদের যে অবস্থান, সেটা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছি। এটা অবশ্যই তারা তাদের দেশে রিপোর্ট করবেন, যেটা নিয়ম।

কূটনীতিকদের কিছু কিছু বিষয়ে প্রশ্ন ছিল, সেগুলোর উত্তর দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। এসব আলোচনায় তারা 'কনভিন্সড' বলে মনে করছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

বর্তমান সরকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলেও কূটনীতিকদের বার্তা দিয়েছেন বলে জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, আমরা এই বার্তা দিতে চাই যে, এই সরকার কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক কার্যকলাপ বরদাস্ত করবে না। সেটা হিন্দু বা মুসলিম বলে কথা না, সবাইকে আমরা সমান চোখে দেখবো, সেই বার্তাই আমরা সবাইকে দিতে চেয়েছি। আইন তার নিজের মতো চলবে, সেখানে কেউ বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করলে অবশ্যই শক্ত হাতে দমন করা হবে।

সম্পাদকীয়

রোগী কল্যাণ সমিতিতে বড় রদবদল

রাজ্যের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজে রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নতুন করে রাজ্যের ২৪টি মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির সরকারি প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করল স্বাস্থ্য দফতর। স্বাস্থ্য ভবন থেকে জারি করা বিবৃতিতে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা গেল আরজি করে রোগী কল্যাণ সমিতির সরকারি প্রতিনিধি হয়েছেন কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ।এত দিন রোগী কল্যাণ সমিতিগুলির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে জনপ্রতিনিধিরাই থাকতেন। স্থানীয় বিধায়ক বা সাংসদ ওই পদ পেতেন। সেই পদ্ধতির পরিবর্তন করল সরকার। এখন তাঁরা কেবল সদস্য। এ ছাড়া রোগী কল্যাণ সমিতিতে থাকবেন এক জন করে জুনিয়র ডাক্তার, সিনিয়র ডাক্তার এবং নার্স। হাসপাতালের সুপারও সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্য হিসাবে থাকবেন।

পশ্চিমবঙ্গ চিকিৎসক ফোরামের সদস্য কৌশিক চাকী বলেন, "এর আগেও দলীয় সাংসদ, বিধায়ক থেকে নেতা রোগী কল্যাণ সমিতিতে ছিলেন। তাঁরা কতটা রোগীর কল্যাণ করেছেন, কতটা পার্টির করেছেন, সবাই দেখেছেন। তাই নতুন সমিতি থেকেও ভাল কিছু আশা করছি না।"উল্লেখযোগ্য ভাবে কোনও মেডিক্যাল কলেজেই সরকারি প্রতিনিধি হিসাবে নাম নেই শান্তনু সেন, সুদীপ্ত রায় এবং নির্মল মাজির।

আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত। আরজি করের মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার পর সুদীপ্তকে সরিয়ে দিয়ে আনা হয়েছিল শান্তনুকে। অন্য দিকে, বিভিন্ন বিতর্কের মুখে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় উলুবেড়িয়া উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক নির্মলকে। এ বার তাঁরা কেউই নেই রোগী কল্যাণ সমিতিতে।

আরজি করের ঘটনা নিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের ধর্নার সময় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ঘোষণা করেছিলেন, রাজ্যের সব হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি ভেঙে দেওয়া হবে। নতুন করে ওই সমিতি গঠন করা হবে। মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকবেন শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের অধ্যক্ষ। অর্থাৎ, কোনও রাজনৈতিক নেতাকে আর রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যানের দায়িত্বে দেখা যাবে না। তবে এক জন করে সরকারি প্রতিনিধি সদস্য হিসাবে থাকবেন ওই সমিতিতে। সেই তালিকাই ঘোষিত হল সোমবার।

এসএসকেএমে সরকারি প্রতিনিধি করা হয়েছে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। এনআরএসে সরকারি প্রতিনিধি হিসাবে থাকছেন মানিকতলার বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে শশী পাঁজা, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে জাভেদ খান, সাগর দত্ত মেডিক্যাল কলেজে মদন মিত্রকে করা হয়েছে রোগী কল্যাণ সমিতির সরকারি প্রতিনিধি। এ ছাড়া মালদহ মেডিক্যাল কলেজের রোগী কল্যাণ সমিতিতে সরকারি প্রতিনিধি হয়েছেন কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে, বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে খোকন দাস, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে গৌতম দেব, বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে অরূপ চক্রবর্তী, মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে অপূর্ব সরকার, রায়গঞ্জ সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে কৃষ্ণ কল্যাণী, রামপুরহাট সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, কোচবিহার সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অভিজিৎ দে ভৌমিক, আরামবাগের প্রফুল্লচন্দ্র সেন সরকারি মেডিক্যাল কলেজে ও হাসপাতালে মিতালি বাগ।

পুরুলিয়া সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সরকারি প্রতিনিধি করা হয়েছে শান্তিরাম মাহাতোকে। তাম্রলিপ্ত সরকারি মেডিক্যাল কলেজে সৌমেন মহাপাত্র, বারাসত সরকারি মেডিক্যাল কলেজে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, ঝাড়গ্রাম সরকারি মেডিক্যাল কলেজে দুলাল মুর্মু, উলুবেড়িয়ার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সরকারি মেডিক্যাল কলেজে পুলক রায়, জলপাইগুড়ি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে মহুয়া গোপ, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে সুব্রত বক্সী এবং বিসি রায় মেমোরিয়াল হাসপাতালে স্বপন সমাদ্দারকে করা হয়েছে রোগী কল্যাণ সমিতির সরকারি সদস্য।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

প্রতিদিন মা লক্ষ্মীর প্রতিমা বা পটের সামনে দু'টি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালালে তা মঙ্গল। এর সঙ্গে পদ্ম, নারকেল ও ক্ষীরের নৈবেদ্য দিলে প্রসন্ন হন দেবী।

ঠাকুরঘরে বা ঠাকুরের সিংহাসনে কড়ি এবং শঙ্খ রাখা খুবই শুভ গৃহের কল্যাণের জন্য।

লক্ষী পুজোর যা কিছু করা নিষিদ্ধ

লক্ষীপূজায় লোহা বা স্টিলের বাসনকোসন ব্যবহার করবেন না। লোহা দিয়ে অলক্ষ্মী পূজা হয়। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দশম পর্ব)

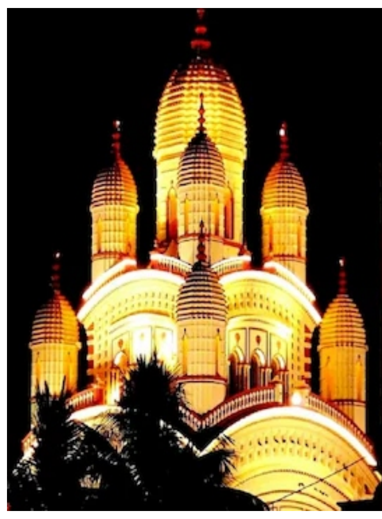

আছে। প্রাচীন কালে মেসোপটেমিয়ায় যে সিংহবাহিনী মাতৃকার উপাসনা হত, তিনিও পক্ষবিশিষ্ট বলাকা মাতৃকা ছিলেন। চন্দ্রকেতুগড়ে তো পক্ষীমাতৃকার মনুষ্যরূপ পূজিত হত।

প্রখ্যাত "বার্নি রিলিফ", ব্রিটিশ মিউজিয়াম। ব্যাবিলন, দক্ষিণ মেসোপটেমিয়া, ১৮০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। প্রাচীন ব্যাবিলনের বলাকামাতৃকা।

পাণ্ডুর রাজার ঢিবির পক্ষীমাতৃকা। পরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের প্রতিবেদন থেকে। পক্ষীমাতৃকা মূর্তি আরও বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া গেছে। সময় আনুমানিক ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ চন্দ্রকেতুগড় গঙ্গারিডাই সভ্যতার পক্ষীমাতৃকা। ২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ। বর্তমানে বার্লিনের এথনোলজিক্যাল মিউজিয়ামে আছে।

আমার অভিমত, যার স্বপক্ষে বেশ কিছু ঐতিহাসিক যুক্তি উপরোক্ত প্রবন্ধে দিয়েছি, যে পাণ্ডু রাজার ঢিবির চঞ্চুবিশিষ্ট এবং চন্দ্রকেতুগড়ের পক্ষবিশিষ্ট মাতৃকাই পরে কালীতে পরিণত। চঞ্চুটা জিহ্বা হয়ে গেছে, পক্ষ পরিণত হয়েছে খড়্গজাতীয় অস্ত্রে। দেখুন মা কালীর উত্থান ইতিহাস থেকেই যুদ্ধমাতৃকারা পালযুগের বৈশিষ্ট্য। সহজ উপাসনায় চামুণ্ডাপ্রতিম আরেকজন মাতৃকা -চর্চিকা - তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়ল পালযুগে, বজ্রযানে তিনি বজ্রচর্চিকা। এবং পালসম্রাট নয়পালের সময়ে চর্চিকা প্রধান মাতৃকা, নয়পালের বাণগড় প্রশস্তি থেকে চর্চিকার স্তব আমি এই বছর আমার সহজ দুর্গাপুজোর সন্ধি পুজোয় ব্যবহার করেছি। এবং চর্চিকা যখন জনপ্রিয়, সেই সময়ে বজ্রযানের নৈরাত্মা-সহ অন্যান্য দেবতারা আসছেন। পালযুগের মন্থনে কিভাবে কালীমূর্তির বর্তমান রূপ তৈরি হল সে প্রসঙ্গে আমরা আসব।

একাদশ শতক (নয়পালের সমকালীন) চর্চিকা। বর্তমানে ন্যাশনাল মিউজিয়াম, দিল্লিতে আছে।

কালীর প্রাচীনত্ব এবং কালীর মূর্তিরূপের প্রাচীনত্ব, এ দুটো এক নয়, এ দুটোকে এক করে ফেললে চলবে না। প্রকৃতিমাতৃকা সাধারণভাবে, এবং মা কালী বিশেষভাবে দীর্ঘদিন aniconic রূপে পূজিত হয়েছেন (প্রস্তরখণ্ড রূপে, এছাড়া যন্ত্র)। কিন্তু আমি এই একটি দশম শতকের মূর্তি পাচ্ছি (ক্রিস্টিজ ২০০৩ সালে নিলাম করেছে বজ্রবারাহী বলে, কিন্তু ইনি বজ্রবারাহী কিনা সে সম্পর্কে এই ছবিতে মূর্তির শিরপার্শ্বে বরাহ-আকৃতির protuberance স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে না বলে নিশ্চিত হতে পারছি না। আমরা বারাহী মূর্তিরূপের আলোচনায় পরে আসব)। যথাক্রমে দ্বাদশ শতকের চীনা ও উনবিংশ শতকের তিব্বতি চিত্রের বজ্রবর্ণনী বা বজ্রডাকিনী মূর্তির সঙ্গে আশ্চর্য মিল, যিনি যথাক্রমে অক্ষোভ্যকুলের মহামায়া বা রত্নসম্ভবকুলের বজ্রযোগিনীর মণ্ডলের অংশ। নৃমুণ্ডমালিনী, পদতলে পিষ্ট **ক্রমশঃ**

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

হাসিনার পতনের পর দলে দলে সংখ্যালঘু ভারতে পালানোর তথ্য সঠিক নয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট পতন হয় শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের। ওই দিন দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। এরপর থেকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বলে খবর প্রকাশ করছে বিভিন্ন ভারতীয় সংবাদমাধ্যম।

ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হচ্ছে, নির্যাতনের শিকার হয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ বাংলাদেশ থেকে দলে দলে পালিয়ে ভারতে যাচ্ছেন।

তবে ভারতের প্রসিদ্ধ সংবাদমাধ্যম 'দ্য হিন্দু' এ ধরনের খবরকে ভুয়া বলে আখ্যা দিয়েছে।

সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, এ ধরনের কোনও ঘটনা ঘটছে না। হাসিনার সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ থেকে দলে দলে মানুষের ভারতে পালিয়ে যাওয়া বা ভারতে ঢোকার কোনও চেষ্টা হয়নি।

রবিবার প্রকাশিত দ্য হিন্দুর প্রতিবেদনে পরিসংখ্যান উল্লেখ করে এমনটাই বলা হয়েছে।

দ্য হিন্দু বলছে, ৫ আগস্ট বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত সীমান্তে এক হাজার ৩৯৩ বাংলাদেশি আটক হয়েছেন। এর আগে জানুয়ারি থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত (আওয়ামী লীগ সরকারের সময়) ১ হাজার ১৪৪ জন বাংলাদেশিকে আটক করা হয়। যার অর্থ আওয়ামী লিগ সরকারের পতনের পর হাজার হাজার মানুষের সীমান্ত পাড়ি দেওয়ার কোনও চেষ্টার ঘটনা ঘটেনি।

সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, সব মিলিয়ে চলতি বছর এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্তে মোট ৩ হাজার ৯০৭ অনথিভুক্ত ব্যক্তি আটক হয়েছেন, যার মধ্যে রয়েছে- বাংলাদেশি, ভারতীয়, এবং অন্যান্য জাতীয়তার মানুষ। ২০২৩ সালে এ সময় পর্যন্ত আটক হওয়া বাংলাদেশিদের সংখ্যা ৩ হাজার ১৩৭, যা ২০২২ সালের ৩ হাজার ৭৪ জনের কাছাকাছি।

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী-বিএসএফ জানিয়েছে, গত আগস্ট মাস থেকে কঠোর নজরদারিতে রয়েছে সীমান্ত। এমএইচএ'র নির্দেশে বৈধ নথি ছাড়া কাউকে দেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। গত ১ জানুয়ারি থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত কোনও কাগজপত্র ছাড়াই বাংলাদেশে প্রবেশকারী ৮৭৩ ভারতীয়কে আটক করা হয়েছে।

বিএসএফের একজন সিনিয়র কর্মকর্তা বলেছেন, বাংলাদেশে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের গ্রেফতারের পর সীমান্তে নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাদের নিরাপত্তার ভয়ে ভারতে প্রবেশ করতে চাইতে পারে। কিন্তু রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এমন কোনও দৃশ্য দেখা যায়নি। উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর থেকে কয়েকটি খবর পাওয়া গেলেও রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ভারতে আশ্রয়ের জন্য কোনও বড় ধরনের গণ-অভিবাসনের খবর পাওয়া যায়নি।

বিএসএফ আরও বলেছে, ৫ আগস্ট থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে পাড়ি জমাতে চেয়েছিলেন এমন ভারতীয়র সংখ্যা ৩৮৮ জন। এ বছর মিয়ানমারসহ অন্যান্য জাতিসত্তার ১০৯ জনকেও সীমান্তে আটক করা হয়েছে।

২০১৮, ২০১৯, ২০২০, ২০২১ এবং ২০২২ সালে সীমান্তে আটক বাংলাদেশির সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২ হাজার ৯৯৫ জন, ২ হাজার ৪৮০ জন, তিন হাজার ২৯৫ জন, দুই হাজার ৪৫১ জন এবং তিন হাজার ৭৪ জন।

অর্থাৎ ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত সীমান্তে আটক হওয়া বাংলাদেশিদের সংখ্যা ২,৪৮০ থেকে ৩,২৯৫-এর মধ্যে ওঠানামা করেছে। এই ধারাবাহিকতা থেকেই বোঝা যায়, বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও বড় ধরনের পরিবর্তন হয়নি।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের ৪ হাজার ৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মেনে বৈধ নথিপত্র ছাড়া কাউকে ভারতে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ।

৫ আগস্টের পর বিএসএফ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কর্মকর্তাদের সঙ্গে অনেক বার বৈঠক করেছে।

৩ পাতার পর

যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে এক বছরে ৪৩ হাজারের বেশি ভারতীয় আটক

অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছেন। তাদের মধ্যে ভারতীয় ছিলেন ৩০ হাজার ১০ জন।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি বছরে এ সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়েছে। এ বছর মোট এক লাখ ৯৮ হাজার ৯২৯ জন অনুপ্রবেশের চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে ভারতীয় রয়েছেন ৪৩ হাজার ৭৬৪ জন। এ বছর এ সংখ্যা ২২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমান্ত কর্মকর্তা এবং তাদের হাতে গ্রেফতারের ভিত্তিতে এ সংখ্যা জানানো হয়েছে।

২ পাতার পর

চাকরিতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু আইপিএস অফিসারের!

সালের আইপিএস ব্যাচে ছিলেন তিনি। সম্প্রতি কর্নাটকের হাসন জেলায় প্রথম পোস্টিং পেয়েছিলেন। চার সপ্তাহ ধরে ম্যায়সুরুতে চলেছে তাঁর প্রশিক্ষণ। সোমবার সহকারী পুলিশ সুপার হিসাবে দফতরে যোগ দেওয়ার কথা ছিল তাঁর। তার আগে রবিবারই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তাঁর গাড়ি। পুলিশের গাড়িতে চড়েই হাসনে নিজের দফতরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছিলেন ওই আইপিএস। প্রথম চাকরি, প্রথম দায়িত্ব নিয়ে উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু হাসন-ম্যায়সুরু হাইওয়ের উপর আচমকা তাঁর গাড়ির চাকা ফেটে ওঠে প্রচণ্ড শব্দে। চাকা ফেটে যাওয়ায় গাড়ি আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেননি চালক। রাস্তার ধারে একটি বাড়ি এবং একটি গাছের সঙ্গে পর পর ধাক্কা খায় আইপিএসের গাড়িটি। দুর্ঘটনাগ্রস্ত তুবড়ে যাওয়া গাড়ি থেকে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাথায় আঘাত লেগেছিল। চিকিৎসা চলাকালীন হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর।

২ পাতার পর

কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় পঞ্চায়েত সমিতিতে আরাবুল

লোকসভা নির্বাচনে আরাবুলহীন ভাঙড়েও শওকত মোল্লার নেতৃত্বে তৃণমূল ভালো মার্জিনে জিতে যায়। এর পর ৯ জুন ভাঙড় ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সোনালী বাছাড়কে কার্যকারী সভাপতি করা হয় আরাবুল ইসলামের জায়গায়। তা নিয়ে ভাঙড়ের রাজনৈতিক মহলে বিস্তর চর্চা হয়। শুধু তাই নয়, আরাবুল জামিন পাওয়ার আগেই তাঁর নামাঙ্কিত পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বোর্ড খুলে ফেলা হয়।

সিনেমার খবর

নয়নতারার বিরুদ্ধে এবার মামলা করলেন ধানুশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিন সেকেন্ডের এক ভিডিও ক্লিপের সূত্র ধরে দক্ষিণের দুই শীর্ষ তারকা নয়নতারা ও ধানুশের মধ্যে বিরোধ এখন চরম পর্যায়ে, যা গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত।

অভিযোগ, নয়নতারা পরিচালিত নেটফ্লিক্স ডকুমেন্টারি 'নয়নতারা: বিয়ন্ড দ্য ফেয়ারি টেল'-এ ধানুশের অনুমতি ছাড়াই তিন সেকেন্ডের ফুটেজ ব্যবহার করেছেন। যেটা ধানুশের প্রযোজনা সংস্থা নানুম রাউডি ধান-এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

এমন অভিযোগ এনে নয়নতারা, তার স্বামী ভিগনেশ শিবান এবং তাদের প্রোডাকশন হাউজ রাউডি পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ের মাদ্রাজ হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেছেন ধানুশ। অভিনেতার আইনজীবী পি এস রামান আদালতে এই মামলার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন।

অন্যদিকে নয়নতারা এবং নেটফ্লিক্সের পক্ষে আইনজীবী সত্যীশ পরাশরণ এবং আর পার্থসারথি এই আবেদনকে চ্যালেঞ্জ জানান। শুনানি শেষে বিচারক ধানুশের আবেদনে সম্মতি দেন।

এই আইনি পদক্ষেপের আগে ধানুশ গত সপ্তাহে একটি আইনি নোটিশ জারি করেন, যেখানে তিনি দাবি করেন যে, নয়নতারা এবং নেটফ্লিক্স ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তার প্রযোজনার ফুটেজ সরিয়ে না নিলে তিনি আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

তার আইনজীবীর বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, "আমার মক্কেলের কপিরাইট লঙ্ঘন করে আপনার ক্লায়েন্ট যে ফুটেজ ব্যবহার করেছেন, তা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সরিয়ে ফেলুন। তা না হলে আমার মক্কেল ১০ কোটি রুপি ক্ষতিপূরণসহ উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবেন।"

এদিকে, নয়নতারা ইনস্টাগ্রামে একটি খোলা চিঠিতে ধানুশের ক্ষতিপূরণের দাবিকে 'সবচেয়ে নিচু পর্যায়' বলে অভিহিত করেন। তিনি জানান, "শাহরুখ খান, চিরঞ্জীবী, রাম চরণ এবং অন্যান্য প্রযোজকরা তাদের সিনেমার ফুটেজ ব্যবহারের জন্য কোনও ধরনের দ্বিধা ছাড়াই আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। অথচ ধানুশ এই আচরণ করছেন।"

রাজেশ খান্নার ছিলো না কোনো সময় জ্ঞান - অভিযোগ করেছিলেন শর্মিলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় হিন্দি সিনেমার জগতে '৭০ ও '৮০ দশককে বলা হয় 'গোল্ডেন যুগ'। সেই গোল্ডেন যুগের অন্যতম জুটি ছিল রাজেশ খান্না ও শর্মিলা ঠাকুর। ১৯৬৯ সালে শুরু! 'আরাধনা' ছবিতে রাজেশ-শর্মিলার কেমিস্ট্রি আসমুদ্র হিমাচলে জাদু করেছিল। এরপর একে একে একের পর এক ব্লাকবাস্টার ছবি। কখনও 'আরাধনা', কখনও 'অমর প্রেম', কখনও বা 'ত্যাগ', 'সফর'-সত্তর থেকে আশির দশকে বড় পর্দা কাঁপিয়েছে শর্মিলা ঠাকুর-রাজেশ খান্না জুটি। কিন্তু হঠাৎ একদিন শর্মিলা রাজেশের সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দিলেন। অনেকের প্রশ্ন ছিল যে কেন শর্মিলা আর রাজেশের সঙ্গে কাজ করতে চাইতেন না?

রাকেশ খান্নার মৃত্যুর পরেই সেই বিষয় নিয়ে মুখ খুলে ছিলেন শর্মিলা ঠাকুর। শর্মিলা জানিয়েছিলেন, তাঁদের জুটি সুপারহিট ছিল, তবু একসময়ে তিনি রাজেশের সঙ্গে কাজ করা বন্ধ করে দেন। এর নেপথ্যে প্রধান কারণ ছিল, রাজেশের দেরী করে শুটিংয়ে আসার স্বভাব। শর্মিলা সকাল আটটায় স্টুডিও আসতেন, চাইতেন রাত ৮টার মধ্যে বাড়ি ফিরে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে। কিন্তু রাজেশ খান্নার সঙ্গে কাজ করলে এ ছিল অসম্ভব। শর্মিলার কথায়, " সকাল ৯টায় শিফট থাকলে উনি ১২টার আগে আসতেনই না। আমরা সময়ে কাজ শেষ করতে পারতাম না। কাজেই ইউনিট আমায় চাপ দিত বাড়তি সময় কাজ করতে। এটা যেন একটা অলিখিত নিয়ম হয়ে গিয়েছিল।" সেটাই ছিল রাজেশ-শর্মিলার জুটি ভাঙার প্রধান কারণ। শর্মিলা আরও বলেন, "একসময় রাজেশ খান্নাও একই নায়িকার সঙ্গে পরের পর ছবি করতে চাইতেন না।" মাত্র ৬৯ বছর বয়সে সেই কিংবদন্তি অভিনেতার প্রয়াণ ঘটে।

অভিষেকের মুখে ভূয়সী প্রশংসা ঐশ্বর্যর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক ও ঐশ্বর্যর বিবাহ বিচ্ছেদ কি হয়ে গেছে? এই নিয়ে জল্পনা এখনো শেষ হয় নি। তবে জানা যায় কাগজে-কলমে তারা এখনো স্বামী-স্ত্রী। এই জল্পনার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া গেলো বাবা রূপে অভিষেককে। তিনি তার কন্যার জন্য খুবই চিন্তিত।

এক সাক্ষাৎকারে আবেগঘন হয়ে অভিষেক বলেন, 'আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান।' অভিষেকের সর্বশেষ বিবৃতি থেকে এটাই স্পষ্ট হয়েছিল, একটি বিশেষ কারণে ঐশ্বর্য রাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। নিজেকে ভাগ্যবান বলে অভিষেক বচ্চন বলেছিলেন যে তিনি যখন কাজের জন্য বাইরে থাকেন, তখন তাঁর স্ত্রী তাঁর মেয়ের সম্পূর্ণ যত্ন নেন। এই জন্য ঐশ্বর্যকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন তিনি।

চলচ্চিত্রের শ্যুটিংয়ের জন্য আমাকে একাধিক সময়ে বাড়ি ছেড়ে যেতে হয়, কিন্তু আমি জানি যে ঐশ্বর্য আরাধ্যার সঙ্গে বাড়িতে আছে এবং আমি এর জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ অভিষেক বচ্চন আরও বলেছেন যে, অভিভাবকত্ব একটি আশীর্বাদ এবং এটি একটি পূর্ণকালীন কাজ, বিশেষ করে যখন বাবাদের ক্ষেত্রে এটি আরও কঠিন কারণ তারা কাজ করে চলেছেন। পরিবারের সকল চাহিদা যাতে পূরণ হয় তা নিশ্চিত করার জন্য বাবারা যা করতে পারেন তা করেন, কিন্তু তারা নীরবে এই সব করেন। তারা স্পটলাইটে থাকেন না, এমনকি শিশুরা বাবাদের অনেকসময় দেখতেও পায় না। তবে বড় হয়ে তারা বাবার অবদান ঠিকই বুঝতে পারে। এখন দেখার ওই জুটির ভবিষ্যত কোন দিকে যায়।

শুধুই কালো বলে তাকে কেউ ছবিতে নিতে চায়নি, আর সে এখন কয়েকশো কোটি টাকার মালিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফিল্ম ইনডাস্ট্রি এক আজব জগৎ। কখন যে কার ভাগ্য কোথা দিয়ে খুলে যায়, তা কেউ বলতে পারে না। এমন ঘটনা ঘটেছে মুম্বইয়ের বহু শিল্পীর জীবনে। অভিনয় জীবনের শুরুতে বহু উপেক্ষা পেয়েছেন। বাতিল হয়েছেন অডিশন থেকে। প্রডিউসাররা মুখের উপরওন্থ বলে দিয়েছে। হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন অভিনেত্রী। তবে হাল ছাড়েননি। লেগেছিলেন পিছনে। আর সাফল্যও এসেছে। আজ এমন একজনের কথা বলব, যিনি উঠতে বসতে গঞ্জনা সহ্য করেছেন। অপমানিত হয়েছেন, তবে এখন তিনি সুপারস্টার! গোটা দুনিয়া তাঁকে কুর্নিশ করে। ইনি আর কেউ নন,

ইনি শিল্পা শেঠি!

এখন প্রচুর রিয়ালিটি শো হয়। আর সেখান থেকেই প্রকাশ্যে আসে অনেক না জানা সংবাদ। 'ঐঁসধহং ড়ভ ইড়সনধু'-এর এক অনুষ্ঠানে শিল্পা নিজমুখে স্বীকার করেছেন তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের অন্ধকার অধ্যায়ের কথা। তাঁর কথায়, "কালো, রোগা এবং লম্বা ছিলাম, যখন অভিনয়ে এসেছিলাম। স্নাতক হওয়ার পর বাবার সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলাম। সঙ্গে নতুন কিছু করতে চেয়েছিলাম যা আমাকে আনন্দ দেবে। তবে ভাবিনি কখনও যে সুযোগ পাব।" ফ্যাশন শোতে এমনিই মজা করে অংশ নিয়েছিলেন শিল্পা একবার। ফটোগ্রাফার একটা ছবি তুলেছিলেন তাঁর। সেই শুরুয়াত। কী ভাবে যে ফ্যাশনের দুনিয়ায় এসে পড়লেন নিজেও বুঝতে পারেননি নায়িকা। ফ্যাশন শোতে এমনিই মজা করে অংশ নিয়েছিলেন শিল্পা একবার। ফটোগ্রাফার একটা ছবি তুলেছিলেন তাঁর। সেই শুরুয়াত। কী ভাবে যে ফ্যাশনের দুনিয়ায় এসে পড়লেন নিজেও বুঝতে পারেননি নায়িকা। এভাবেই তিনি এই মুহূর্তে একটা অন্যতম নাম হয়ে উঠেছে। হিন্দি বলতে পারতেন না, ক্যামেরার সামনে নার্ভাস হয়ে যেতেন। এক সময় বুঝলেন, কেরিয়ার শেষ। প্রোডিউসাররা তাঁকে বাতিল করে দিচ্ছিল। অথচ চেষ্টার ত্রুটি রাখেননি শিল্পা। কিন্তু লড়াই চালিয়ে গেছেন। তারপরেই একের পর এক হিট ছবি। আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

এই জনপ্রিয়তা আমার প্রাপ্য নয়; কেন বললেন শাহরুখ?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড কিং শাহরুখ খানের এক ঝলক পাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে থাকে তার কোটি অনুরাগী। অথচ সেই শাহরুখই বলে উঠলেন, জনপ্রিয়তা নাকি তার প্রাপ্য নয়! সম্প্রতি দুবাইয়ের এক অনুষ্ঠানে দেওয়া বক্তব্যে এ কথাই জানান শাহরুখ; সেখানে নিজের জীবন দর্শন নিয়ে কথা বলেন।

শাহরুখের কথায়, 'আমি খুবই সাধারণ পরিবারে বড় হয়েছি। তাই জানি সাফল্য ব্যাপারটা কতটা দামি। ছোটবেলা থেকে ফেমাস শব্দটা আমার কাছে চাঁদ ধরার মতো ছিল।'

বলিউড কিং বলেন, 'তাই আজ আমি যেখানে আছি, তা একমাত্র আমার সাফল্য নয়। একার দ্বারা সম্ভবও ছিল না। বরং প্রচুর মানুষের সাহায্যেই এই জায়গাটা পেয়েছি। তাই মনে করি, এই সাফল্য আমার প্রাপ্য নয়; বরং যারা আমাকে এগিয়ে দিয়েছে, তাদেরও।'

শাহরুখ আরও বলেন, 'কখনও যদি ব্যর্থতা আসে, তাহলে নিজের অফিস বা কাজকে দোষ না দিয়ে ইকোসিস্টেমকে বুঝতে হবে। ঠিক কোথায় ভুল হচ্ছে, তা দেখতে হবে। নিজের ভুলগুলো ঠিক করে এগিয়ে গেলেই সাফল্য সম্ভব।'

শাহরুখের কাঁধে এখন প্রচুর চাপ। একদিকে যেমন ছেলে আরিয়ানের ক্যারিয়ার সামলাতে পোশাকের কোম্পানি খুলে দিয়েছেন, আবার তার পরিচালিত প্রথম সিরিজে টাকাও ঢালছেন শাহরুখ। মেয়ের জন্যেও কম করছেন না! বলিউড সূত্র থেকে পাওয়া খবর, বলিপাড়ায় মেয়ে সুহানার মাটি শক্ত করার জন্য নাকি ২০০ কোটি খরচ করে ছবি প্রযোজনা করতে চলেছেন বলিউড বাদশা।

আইপিএল নিলামে নাম না তোলার
ব্যাখ্যা দিলেন ইংলিশ অলরাউন্ডার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বর্তমান সময়ে তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ক্রিকেটে সেরা অলরাউন্ডার বলাই যায় তাকে।ফলে ফ্র্যাঞ্চাইজি লীগেও রয়েছে তার বেশ ভালো কদর।আইপিএলের ২০১৭ মৌসুমের নিলামে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ও ছিলেন বেন স্টোকস।তবে নানা কারণে আইপিএল টা নিয়মিতভাবে খেলেননি এই ইংলিশ অলরাউন্ডার। এবারের আসরেও নিলামে নাম তোলেননি ইংলিশ এই অলরাউন্ডার। এবারের মেগা নিলামে নাম না তোলায় আইপিএলের আগামী ৩ আসরে আর খেলতে পারবেন না স্টোকস। তবে এসব নিয়ে আক্ষেপ নেই এই তারকার। জাতীয় দলকে গুরুত্ব দেয়ার জন্যই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ইংলিশদের লাল বলের অধিনায়ক। মতে, ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলার চেয়ে জাতীয় দলে বেশি দিন খেলতে পারাটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইংল্যান্ডের সাদা পোশাকের ক্যাপ্টেন বলেন, 'এত বেশি ক্রিকেট আছে সামনে।এটা আড়াল করার কোনো ব্যাপার নয় যে, আমি ক্যারিয়ারের শেষ দিকে চলে এসেছি। অবশ্যই চাই, যতদিন সম্ভব খেলে যেতে। সেটিই পথে গুরুত্বপূর্ণ হলো নিজের শরীর দেখভাল করা ও নিজের খেয়াল রাখা।'

আইপিএলের মতো মেগা টুর্নামেন্ট থেকে নাম সরিয়ে নিলেও আসন্ন এসএ টোয়েন্টিতে খেলবেন স্টোকস। কেন এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেটিরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। আইপিএলের তুলনায় এসএ টি-টোয়েন্টিতে চাপ, ভ্রমণ ও ওয়ার্কলোড কম হওয়ায় এটি বেছে নিয়েছেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে স্টোকস বলেছেন, 'এখানে ব্যাপারটি হলো, কোন খেলাগুলোকে প্রাধান্য নেব ও কখন কোথায় খেলব। সাউথ আফ্রিকায় খেলব সামনে্ সব মিলিয়ে সামনে কী কী আছে এবং ক্যারিয়ার যতটা সম্ভব দীর্ঘ করতে কী করা উচিত আমার, সেই সিদ্ধাই গুরুত্বপূর্ণ। যতদিন সম্ভব ইংল্যান্ডের জার্সি গায়ে চাপাতে চাই আমি।

১৫ বছর পর রিয়ালকে
হারালো লিভারপুল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভিনিসিয়ুস জুনিয়র নেই। রিয়াল মাদ্রিদেরও উৎসব নেই। যে লিভারপুলের বিপক্ষে জয়ের মালা গাঁথা ছিল, সেই দলটির কাছে এবার ধরাশয়ী মাদ্রিদের অভিজাতরা। ভিনিসিয়ুসের চোটে যার কাঁধে দলের দায়িত্ব চেপেছিল সবচেয়ে বেশি, সেই কিলিয়ান এমবাপ্পে উল্টো ডুবালেন!

হতশ্রী পারফরম্যান্সের চূড়ান্ত পরিণতি টানেন পেনাল্টি মিস করে। ফল, ১৫ বছর পর লিভারপুলের কাছে হারের তিক্ততা স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নদের। অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের কাছে হেরেছে ২-০ গোলে। ২০০৯ সালের পর এই প্রথম ইংলিশ ক্লাবটির বিপক্ষে হারের মুখ দেখল তারা।

দুটো গোলই অবশ্য আসে বিরতির পর। ৫২ মিনিটে ব্র্যাডলির সঙ্গে ওয়ান-টুর করে সামনে এগিয়ে যান আলেক্সিস মাক আলিস্তার। ক্লপ এন্ড থেকে দারুণ এক শট নিয়ে ডেডলক ভাঙেন এই আর্জেন্টাইন মিডফিল্ডার।

৮ মিনিট বাদে ম্যাচে ফেরার সুবর্ণ সুযোগ পায় রিয়াল। বক্সের ভেতর থাকা লুকাস ভাসকেজকে লিভারপুল ডিফেন্ডার অ্যান্ডি রবার্টসন মাটিতে ফেলে দিলে পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন রেফারি। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি কিলিয়ান এমবাপ্পে। স্পটকিক থেকে তার নেওয়া শট ঠেকিয়ে দেন লিভারপুল গোলরক্ষক কাউয়িমিন কেলেহার।

৭০ মিনিটে পেনাল্টি পায় লিভারপুলও। এবার নিজেদের বক্সে মোহামেদ সালাহকে ফেলে দেন ফারলা মেন্দি। এরপর যথারীতি সালাহ নিজেই পেনাল্টি নিতে আসেন। কিন্তু তার শট পোস্টের বাইরে দিয়ে চলে যায়। যদিও সেই হতাশার রেশ বেশিক্ষণ বইতে হয়নি স্বাগতিকদের। ৭৬ মিনিটে রবার্টসনের ক্রস থেকে হেডে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন কোডি গাকপো। এর ফলে পাঁচ ম্যাচে পাঁচ জয় নিয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগে শীর্ষস্থান মজবুত করলো লিভারপুল। অন্যদিকে ৫ ম্যাচে ২ জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ২৪ নম্বরে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রিয়াল।

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে বাদ পড়লেন ভারতবধের নায়ক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত মাসে ভারতের বিপক্ষে ঐতিহাসিক টেস্ট সিরিজ জিতেছে নিউজিল্যান্ড। বিরাট কোহলি-রোহিত শর্মাদের তাদের মাঠেই তিন টেস্টের সিরিজে ধবলধোলাই করেছে কিউইরা। যেখানে তিনে নেমে ৬ ইনিংসে ৪৮.৮০ গড়ে ২৪৪ রান করেছেন উইল ইয়াং। তবে এবার ভারত বধের নায়ককেই একাদশে জায়গা হারাতে হলো। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ক্রো-থর্প ট্রফির প্রথম টেস্টের একাদশে তাকে রাখেনি নিউজিল্যান্ড।

মূলত চোটের কারণে অভিজ্ঞ কেন উইলিয়ামসন না থাকায় সুযোগটা পেয়েছিলেন ইয়াং। কিন্তু এবার উইলিয়ামসন দলে ফিরে আসায় দুর্দান্ত কিছু করেও বেঞ্চ গরম করতে হচ্ছে ইয়াংকে।

ইয়াংয়ের বাদ পড়াকে দুর্ভাগ্যজনক বলে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক টম লাথাম বলেছেন, 'ভারতে সে (ইয়াং) অসাধারণ খেলেছে এবং আমাদের জন্য দারুণ কিছু করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সর্বশেষ সিরিজে সে যা করেছে তা বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে না।'

সিদ্ধান্তটা যে কঠিন ছিল সেটাও জানিয়েছেন লাথাম। কিউই অধিনায়ক বলেছেন, 'কেইনের (উইলিয়ামসনের) মতো সামর্থ্যবান ব্যাটারের ফেরা দলকে সত্যি অনুপ্রাণিত করবে। সে (ইয়াংয়ের) দারুণ একজন টিমমেট। সে কোনো ভুলও করেনি। সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কঠিন ছিল। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে যখন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয় আপনাকে তখন বুঝবেন দল ভালো অবস্থানে আছে। ইয়াংয়ের জন্য খারাপ লাগছে। তবে কেইন ফেরায় রোমাঞ্চিত।'

ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম টেস্টের নিউজিল্যান্ড একাদশ: টম লাথাম (অধিনায়ক), ডেভন কনওয়ে, কেন উইলিয়ামসন, রাচিন রবীন্দ্র, ড্যারিল মিচেল, টম ব্লান্ডেল (উইকেটরক্ষক), গ্লেন ফিলিপস, নাথা স্মিথ, টিম সাউদি, ম্যাট হেনরি, উইলিয়াম ও'রোর্ক।

২৮ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে
ভারতীয় ব্যাটারের রেকর্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক বছর আগে লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে গড়েছিলেন দ্বিতীয় দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড। এবার টি-টোয়েন্টিতে দেশের হয়ে দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন ভারতীয় ব্যাটার উর্ভিল প্যাটেল।

ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট সৈয়দ মুশতাক আলি ট্রফিতে বুধবার এই কীর্তি গড়েন উর্ভিল। ত্রিপুরার বোলারদের তুলাধুনা করে স্রেফ ২৮ বলে টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি করেন তিনি। স্বীকৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে যা দ্বিতীয় দ্রুততম শতকের রেকর্ড।

এই সংস্করণে দ্রুততম সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড এস্তোনিয়ার সাহিল চৌহানের। চলতি বছরের শুরুতে সাইপ্রাসের বিপক্ষে ২৭ বলে সেঞ্চুরি করেন এই ব্যাটসম্যান।

টি-টোয়েন্টিতে ভারতের হয়ে এতদিন দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডটি ছিল রিশাভ পান্তের। ২০১৮ সালের জানুয়ারি এই টুর্নামেন্টেই ৩২ বলে সেঞ্চুরি করেন এই কিপার-ব্যাটার।

ত্রিপুরার দেওয়া ১৫৬ রানের লক্ষ্যে ১০.২ ওভারেই পৌঁছে যায় গুজরাট। ওপেনিংয়ে নেমে ৩৫ বলে ১১৩ রান করে দলের জয় সঙ্গে নিয়ে ফেরেন ২৬ বছর বয়সী উর্ভিল। তার ইনিংসে ছক্কা ১২টি, ৭টি চার।

গত বছর ঠিক এই দিনে বিজয় হাজারে ট্রফিতে গুজরাটের হয়ে অরুনাচাল প্রদেশের বিপক্ষে ৪১ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন এই কিপার-ব্যাটসম্যান। লিস্ট 'এ' ক্রিকেটে যা ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম। ৪০ বলে সেঞ্চুরি করে এখনও রেকর্ডটি ইউসুফ পাঠানের।

২০২৩ আইপিএলে উর্ভিল ছিলেন গুজরাট টাইটান্সে কিন্তু কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি। এবারের নিলামে দল পাননি ৪৪ টি-টোয়েন্টিতে ১৬৪.১১ স্ট্রাইক রেটে ৯৮৮ রান করা এই ব্যাটার।

মায়ামিতে মেসিদের নতুন কোচ মাশ্চেরানো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গুঞ্জন সত্যি করে ইন্টার মায়ামির নতুন কোচ হলেন হ্যাভিয়ের মাশ্চেরানো।ফলে জাতীয় দলে দীর্ঘদিনের সতীর্থকে কোচ হিসেবে পেতে যাচ্ছেন লিওনেল মেসি।

সংবাদ মাধ্যম সুত্রে জানা গেছে ইন্টার মায়ামির সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি করছেন মাশ্চেরানো। তবে চলতি বছর মেসিদের কোন ম্যাচ না থাকায় আগামী বছরের শুরুতে দায়িত্ব নেবেন তিনি। মাশ্চেরানো এর আগে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচিং করিয়েছেন। তার অধীনে বয়সভিত্তিক দলটি প্যারিস অলিম্পিকে জায়গা করে নেয়। এছাড়া বয়সভিত্তিক দলকে শিরোপাও জিতিয়েছেন তিনি। ৪০ বছর বয়সী মাশ্চেরানো ২০০৩ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আর্জেন্টিনার জার্সিতে খেলেছেন। বার্সার যোগ দেওয়ার আগে লিভারপুল ছিলেন তিন মৌসুম।

নতুন এই দায়িত্ব পেয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত এই আর্জেন্টাইন তারকা,ইন্টার মায়ামির মতো ক্লাবকে নেতৃত্ব দিতে পারাটা আমার জন্য সম্মানের এবং এই সুযোগ আমি সফলভাবে কাজে লাগানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। কোচ হিসেবে মেসিদের নিয়ে নিজের স্বপ্নের কথাও জানালেন তিনি,এই ক্লাবকে নতুন উচ্চতায় তুলে ধরতে এবং এর সমর্থকদের আরও অনেক স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে আমি ইন্টারের সকলের সঙ্গে কাজ করতে মুখিয়ে আছি।

শীর্ষে ফিরলেন বুমরাহ,
ক্যারিয়ার সেরা র‍্যাঙ্কিংয়ে জয়সওয়াল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইসিসির সর্বশেষ র‍্যাঙ্কিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে জাসপ্রিত বুমরাহর দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ফিরেছেন তিনি। ভারতের অভিজ্ঞ পেসার বুমরাহ দুই ধাপ এগিয়ে টেস্ট বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানে পৌঁছেছেন, যেখানে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা ও অস্ট্রেলিয়ার জশ হ্যাজেলউডকে পেছনে ফেলেছেন। বুমরাহের এই র‍্যাঙ্কিং উন্নতি তার পার্থে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ উইকেটের পারফরম্যান্সের ফল। এই ম্যাচে তিনি ভারতকে ২৯৫ রানে বিশাল জয় এনে দেন এবং ম্যাচ সেরার পুরস্কার অর্জন করেন। বুমরাহ বর্তমানে ৮৮৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষস্থানে রয়েছেন, যা তার ক্যারিয়ারের সেরা রেটিং পয়েন্ট।

অন্যদিকে, ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে যশস্বী জয়সওয়াল দুই ধাপ উন্নতি করে ক্যারিয়ারের সেরা দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছেন। তিনি পার্থে ১৬১ রান করার পর ৮২৫ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে এই অবস্থান অর্জন করেছেন, এবং জো রুটের থেকে মাত্র ৭৮ পয়েন্ট পিছনে আছেন। ভারতের অলরাউন্ডার রাভিন্দ্র জাদেজা টেস্ট অলরাউন্ডারদের র‍্যাঙ্কিংয়ে আগের মতোই শীর্ষে অবস্থান করছেন।

প্রতি বলের জন্য তিনি পাবেন
৫ লাখ ৩৬ হাজার টাকা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অর্শদীপ সিং, ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ী বাঁহাতি পেসার, আগামী আইপিএলে প্রতি বলের জন্য পাবেন ৫ লাখ ৩৬ হাজার টাকা। এই অঙ্কটি ন্যূনতম, কারণ তার প্রতি বলের দাম সাড়ে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা পর্যন্ত হতে পারে। সামনের আইপিএলে এমনই দামি সব বল করবেন অর্শদীপ সিং। ভারতের হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা এই বাঁহাতি পেসার নিলামে যে দামে বিক্রি হয়েছেন, আর মাঠে তাঁর সম্ভাব্য যে ভূমিকা, সেটির যোগ-বিয়োগই বলে দিচ্ছে এমন হিসাব।

সৌদি আরবের জেদ্দায় অনুষ্ঠিত আইপিএলের মেগা নিলামে অর্শদীপকে ১৮ কোটি টাকা দিয়ে কিনেছে প্রীতি জিনতার পাঞ্জাব কিংস। সর্বশেষ ৬ মৌসুমে তিনি পাঞ্জাবেই খেলেছেন। ৬৫ ম্যাচে ওভারপ্রতি ৯.০২ রান খরচে নিয়েছেন ৭৬ উইকেট। এবারের নিলামের আগে তাঁকে ধরে রাখার সুযোগ ছিল পাঞ্জাবের। যেকোনো কারণেই হোক, সেটি পাঞ্জাব করেনি বা হয়নি। তবে নিলাম থেকে সেই অর্শদীপকে আবার দলে ভিড়িয়েছে দলটি।

নিলামে ২৫ বছর বয়সী অর্শদীপের জন্য ১৫ কোটি ৭৫ লাখ টাকা দাম হাঁকিয়েছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আগের দল চাইলে একটা দাম ধরে রেখে দিতে পারে। পাঞ্জাব সেটিই করেছে ১৮ কোটি রুপি দাম উঠিয়ে। মেগা নিলাম শেষে দেখা যায়, এবারের অর্শদীপ চতুর্থ সর্বোচ্চ দাম পাওয়া খেলোয়াড়, পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ।

৩ গোলে এগিয়ে গিয়েও হতাশায় ডুবল ম্যানসিটি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একের পর এক পরীক্ষা চালিয়ে সফল হওয়া ম্যানচেস্টার সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা টানা ৬ ম্যাচ ধরে জয়হীন। ৫ ম্যাচ হারের পর গতকাল অবশ্য ড্র করেছে তার দল। কিন্তু, ড্রটাও যে প্রাপ্য ছিল না তাদের। ম্যাচের বড় একটা সময় নিজেদের মাঠ ইতিহাদে ফেইনুর্ডকে নিয়ে রীতিমত ছেলেখেলা করেছে দলটা। কিন্তু পেপ গার্দিওলার সময়টা এখন নিতান্তই মন্দ। ৭৫ মিনিট পর্যন্ত ৩-০ গোলে এগিয়ে থাকা দলটা ম্যাচ শেষ করেছে ৩-৩ ড্র নিয়ে। সেইসঙ্গে দেখা গেল এমন এক ফলু যা আগে কখনই দেখা যায়নি। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে প্রথম দল হিসেবে ৭৫ মিনিট পর্যন্ত ৩ গোলের লিড থাকলেও জয় নিয়ে ফিরতে না পারা দল হলো ম্যান সিটি। ম্যাচের শুরুটা অবশ্য বেশ দারুণ ছিল সিটির। শুরু থেকেই আক্রমণে দাপট দেখানো দলটি প্রথম গোল পায় ৪৪ মিনিটে। স্পটকিক থেকে দলকে লিড এনে দেন আর্লিং হালান্ড। বিরতির পর শুরুটা দারুণ হয় সিটির। ৫০ মিনিটে বক্স থেকে বাঁ পায়ের শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন জার্মান মিডফিল্ডার গুন্দোয়ান। ৩ মিনিট পর স্কোরলাইন ৩-০ করেন হালান্ড। ৭৫তম মিনিটে এক গোল ফেরান আনিস হেজ মুসা। ৮২ মিনিটে ম্যানসিটির জালে বল পাঠান সান্তিয়াগো হিমেনেস। আর ৮৯তম মিনিটে গোল করে ইতিহাদের গ্যালারি স্তব্ধ করে দেন দাভিদ হানচকো।

■ স্বত্বাধিতকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR